

Teacher's Content

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

☑ আইন বিভাগ

☑ শাসন বিভাগ

☑ বিচার বিভাগ

☑ আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

Content Discussion

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

- রাষ্ট্রের স্তম্ভ- ৪টি। যথা : ১. জনসমষ্টি, ২. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, ৩. সরকার ও ৪. সার্বভৌমত্ব।
- সরকারের বিভাগ- ৩টি। যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ- আইন প্রণয়ন করে; শাসন বিভাগ- তা কার্যকর করে; বিচার বিভাগ- তা প্রয়োগ করে।

আইন বিভাগ

☐ জাতীয় সংসদ

জাতীয় সংসদের গঠন সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

প্রতীক : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক শাপলা ফুল।

জাতীয় সংসদের আসন বিন্যাস : বাংলাদেশ ৩০০টি একক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত। জাতীয় সংসদের ১ নং আসন পঞ্চগড় জেলায় এবং ৩০০ নং আসন বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। ঢাকা জেলায় জাতীয় সংসদের সবচেয়ে বেশি (২০টি) আসন রয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৮টি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৭টি। সবচেয়ে কম জাতীয় সংসদের আসন রয়েছে রাঙামাটি (১টি), খাগড়াছড়ি (১টি) এবং বান্দরবান (১টি) জেলায়।

জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি : সংসদ-নেতা বলতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন নেতাকে বোঝায়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ নেতাই সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো মন্ত্রী সংসদ নেতা হতে পারেন। তাকে অবশ্যই সংসদ সদস্য হতে হয়। সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী দল এবং বিরোধী দলগুলোর সকল সদস্যের আস্থাভাজন সংসদ-সদস্যই বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের নেতা একজন পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেই একজন করে চীফ হুইপ থাকেন। তাঁদের সহায়তা করার জন্য আরও কয়েকজন হুইপ থাকেন। চীপ হুইপ বা হুইপগণ এ পদের জন্য আলাদা কোনো সম্মানী পান না। সংসদে হুইপদের পদ অত্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ। নিজ নিজ দলের পক্ষে ভোট

দিতে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা, দলীয় সদস্যদের প্রয়োজনীয় দলিল, কাগজ ও তথ্য সরবরাহ করা হল হুইপদের কাজ।

সংসদীয় কমিটি : জাতীয় সংসদের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। একাদশ জাতীয় সংসদে ৫০টি সংসদীয় কমিটি রয়েছে।

বিল : আইনের খসড়া প্রস্তাবকে বিল বলে। বিল দুই প্রকারের হতে পারে। যথা- সরকারি বিল ও বেসরকারী বিল। সরকারি বিল সংসদে উত্থাপন করেন মন্ত্রী। বেসরকারি বিল যে কোনো সংসদ সদস্য উত্থাপন করেন।

ওয়াক আউট : সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা স্পিকারের রুলিং-এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন। সরকারি দলের সদস্যরাও ওয়াকআউট করতে পারেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে ওয়াকআউট সদস্যদের অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউটের নজির রয়েছে।

☐ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন

এক নজরে সংসদ নির্বাচন

সংসদ নির্বাচন	সময়কাল
প্রথম	৭ মার্চ, ১৯৭৩
দ্বিতীয়	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯
তৃতীয়	৭ মে, ১৯৮৬
চতুর্থ	৩ মার্চ, ১৯৮৮
পঞ্চম	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
ষষ্ঠ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
সপ্তম	১২ জুন, ১৯৯৬
অষ্টম	১ অক্টোবর, ২০০১
নবম	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮
দশম	৫ জানুয়ারি, ২০১৪
একাদশ	৩০ ডিসেম্বর ২০১৮

- ছবিসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রথম ব্যবহার করা হয়- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।
- 'না' ভোট যুক্ত হয়- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

□ জাতীয় সংসদের কার্যকাল

সংসদ	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	সময়কাল
প্রথম	৭ এপ্রিল, ১৯৭৩	৬ নভেম্বর, ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল, ১৯৭৯	২৪ মার্চ, ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয়	১০ এপ্রিল, ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ	১৫ এপ্রিল, ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম	৫ এপ্রিল, ১৯৯১	২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ, ১৯৯৬	৩০ মার্চ, ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম	১৪ জুলাই, ১৯৯৬	১৩ জুলাই, ২০০১	৫ বছর
অষ্টম	২৮ অক্টোবর, ২০০১	২৭ অক্টোবর, ২০০৬	৫ বছর
নবম	২৫ জানুয়ারি, ২০০৯	২৪ জানুয়ারি, ২০১৪	৫ বছর
দশম	২৯ জানুয়ারি, ২০১৪	২৯ জানুয়ারি, ২০১৯	৫ বছর
একাদশ	৩০ জানুয়ারি, ২০১৯	-	-

□ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

- প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৮ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে- ১০ বার।
- প্রত্যক্ষ/সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৩ বার।

□ গণভোট

- বাংলাদেশের প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ৩০ মে, ১৯৭৭।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ১ মার্চ, ১৯৮৫।
- বাংলাদেশের তৃতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

□ জাতীয় সংসদ ভবন

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ২১৫ একর জমির উপর ৯ তলা বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার এর উদ্বোধন করেন। একই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি এখানে প্রথম অধিবেশন বসে। সংসদ ভবনের উচ্চতা ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি ৪৬.৫ মিটার।

এক নজরে জাতীয় সংসদ ভবন

স্থপতি	প্রফেসর লুই আই কান
--------	--------------------

	(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
ডিজাইন	হেনরি এন. উইলকটস
ছাদ ও দেয়ালে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার	হারি এম পামব্রুম
সংসদ এলাকার আয়তন	২১৫ একর
সংসদ ভবনের আয়তন	৩.৪৪ একর
সংসদ ভবনের উচ্চতা	১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি

তথ্য কণিকা

- জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম- House of the Nation।
- 'জাতীয় সংসদ ভবন' উদ্বোধন করা হয়- ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন- ৩০০টি।
- বর্তমানে সংসদের নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন- ৫০টি।
- ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল- ১৫টি (মোট আসন ৩১৫টি)।
- ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী আসন করা হয়- ৩০টি (মোট আসন ৩৩০টি)।
- ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন করা হয়- ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশের আইনসভা- এক কক্ষবিশিষ্ট।
- জাতীয় সংসদের সভাপতি- স্পিকার।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন- রাষ্ট্রপতি।
- যে কোনো দেশের সংবিধান রচনা করে- আইনসভা; যে কোন দেশের জাতীয় ফোরাম- আইনসভা।
- আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে- অর্থ ব্যবস্থা।
- যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রের যে বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন- আইনসভার।
- সংসদে কোরামের জন্য প্রয়োজন- ৬০ জন সংসদ সদস্যের উপস্থিতি; সংসদে দুই অধিবেশনের মধ্যকার সর্বোচ্চ বিরতির সময়- ৬০ দিন; একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদের বাইরে থাকতে পারেন না- ৯০ দিনের অধিক।
- বর্তমান সংসদ- একাদশ সংসদ; একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে- ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯।
- বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পিকার- ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী; ডেপুটি স্পিকার- ফজলে রাব্বি মিয়া; সরকার দলীয় চিফ হুইপ- নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন, বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ- মশিউর রহমান রাঙ্গা এবং সংসদ উপনেতা হলেন- সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

- জাতীয় সংসদের ১ নং আসন- পঞ্চগড় জেলায়, ৩০০ নং আসন- পার্বত্য বান্দরবান। মাত্র ১টি করে সংসদীয় আসন রয়েছে- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়।
- ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ হলো- সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলো।
- সাংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলা হয়- স্পিকারের ভোটকে।
- প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- পূর্ব বাংলার আইন সভা হিসেবে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলটি ব্যবহৃত হত।
- সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করেন- স্পিকার।
- সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়- ৩০ দিনের মধ্যে।
- সংসদের প্রথম বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণ করেন- রাষ্ট্রপতি।
- প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন- প্রথম সংসদের সূচনায়।
- কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাবকে গণ্য করা হয়- সরকারি কার্যাবলি হিসেবে।
- আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলা হয়- বিল।
- যে বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না- অর্থ বিল।
- কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে হয়- ৯০ দিনের মধ্যে।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা করেন- ২ জন।
- যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন- ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে।
- ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন- ১৮ জুন ১৯৭৪ সালে।
- যাদের সম্মতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না- সংসদ সদস্যদের।
- বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ জবাবদিহি করেন- জাতীয় সংসদের নিকট।
- জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস- বৃহস্পতিবার।
- সংসদে ফ্লোর ক্রসিং হলো- অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান।
- অধ্যাদেশ হলো- রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন।
- সরকারি বিল হলো- মন্ত্রীরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন।
- বেসরকারি বিল হলো- সংসদ সদস্যরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন।

- সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন হয়েছে- ঢাকা জেলায়।
- ঢাকা জেলায় সংসদীয় আসন সংখ্যা- ২০টি (পূর্বে ছিল ১৩টি)।
- ঢাকা মহানগরে সংসদীয় আসন সংখ্যা- ১৫টি (দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৮টি এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৭টি)।

নির্বাহী/শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত। বাংলাদেশে সংসদীয় (Parliamentary) পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। এ সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা (মন্ত্রী) আইন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইন তৈরী করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে সংবিধানের ৪৮-৫৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। বঙ্গভবন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন। এটি ঢাকার দিলকুশা এলাকায় অবস্থিত। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সরকার এ স্থানটি কিনে নেয় এবং প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করে। এটি ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে 'গভর্নর হাউস' নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি গভর্নর হাউজের নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গভবন' করা হয়।

তথ্য কণিকা

- রাষ্ট্রপতির মেয়াদ- ৫ বছর।
- দুই মেয়াদের অধিক কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না- সংবিধানের ৫০(২) ধারা মতে।
- রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান- জাতীয় সংসদের স্পিকার।
- বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন- জাতীয় সংসদ সদস্যদের সরাসরি ভোটে।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন- স্পিকারের নিকট।
- আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই- রাষ্ট্রপতির উপর।
- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন- স্পিকার।
- সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন- রাষ্ট্রপতির নিকট।
- বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক- রাষ্ট্রপতি।
- সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করেন- রাষ্ট্রপতি।

- সংসদের গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার পর রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করবেন- ১৫ দিনের মধ্যে।
- রাষ্ট্রপতি কোনো বিল পুনরায় সংসদে সংশোধনের জন্য পাঠালে ফেরত আসার পর রাষ্ট্রপতিকে তা পাশ করতে হবে- ৭ দিনের মধ্যে।
- রাষ্ট্রপতি যে বিলে সম্মতি দানে বিলম্ব করতে পারবেন না- অর্থ বিল।
- অধ্যাদেশ জারি সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানের ৯৩ নং অনুচ্ছেদে।
- অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন- রাষ্ট্রপতি।
- রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে- দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি- ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি- মোঃ আবদুল হামিদ, এডভোকেট (২০তম)।
- রাষ্ট্রপতির বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নাম- প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (PGR) ও স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF)।

□ রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান

- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
- পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
- বাংলাদেশ স্কাউট
- এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সংবিধানের ৫৫-৫৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, কেবিনেটের প্রধান এবং শাসন বিভাগের প্রধান নির্বাহী।

তথ্য কণিকা

- প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পড়ান- রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা- প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী- প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম- গণভবন।
- গণভবন অবস্থিত- শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অবস্থান- তেজগাঁও, ঢাকা।

- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম- বেগম খালেদা জিয়া।
- বাংলাদেশের প্রথম বিরোধীদলীয় নেত্রী- শেখ হাসিনা।
- মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন- প্রধানমন্ত্রী।
- রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী- সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী।
- সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ নম্বর ধারা মতে মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে থাকবেন- প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নির্বাচন করেন- প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকবেন- জাতীয় সংসদের নিকট।
- ফ্লোর ক্রসিংয়ের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদে।
- মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- প্রতি সপ্তাহের সোমবার।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ ও প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে প্রধান

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- পাবলিক-গ্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রকিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
- বেসরকারি রপ্তানি প্রকিয়াকরণ অঞ্চল
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা
- বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী
- গার্ডন্যাস ইনোভেশন ইউনিট
- উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল

তথ্য কণিকা

- রাষ্ট্রপতি শপথ বাক্য পাঠ করান- প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতিকে; রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করান- স্পিকার।
- রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিত সম্পাদন করতে পারেন- প্রধান বিচারপতির নিয়োগ, অন্যসব কাজে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়- প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- ১৪তম প্রধানমন্ত্রী, বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ- ২০তম রাষ্ট্রপতি।

- রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন- প্রতিবছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায়।
- আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলা হয়- বিল; রাষ্ট্রপতি সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না- অর্থ বিল।
- সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া যায়- ১০%। বর্তমান মন্ত্রিসভায় টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী- ৩ জন। যথা: স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী), মোস্তফা জব্বার (ডাক ও টেলি যোগাযোগ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী) এবং শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (ধর্ম প্রতিমন্ত্রী)।
- বর্তমান (১১তম) মন্ত্রিসভায় নারীর সংখ্যা- ৪ জন।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করা হয়- ২৮ এপ্রিল, ২০১১।
- মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান- মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান- সচিব।
- মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকে জাতীয় সংসদের নিকট।
- আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করে- শাসন বিভাগ।
- বাংলাদেশ শাসন বিভাগের নাম মাত্র শাসক (Nominal Executive) হলো- রাষ্ট্রপতি; সরকারি সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়- রাষ্ট্রপতির নামে।
- সরকারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ- শাসন বিভাগ।
- জরুরি অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারি করে- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধান অপরাধীদের দণ্ড হ্রাস ও স্থগিত করার ক্ষমতা- রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত।
- কর ধার্য, কর আরোপ, অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুর করার দায়িত্ব- শাসন বিভাগের।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

□ সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংবিধানের ৯৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম- সুপ্রিম কোর্ট।
- সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন- ২টি; আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ।
- সুপ্রিমকোর্টের স্থায়ী আসন- ঢাকায়।
- হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন করেন- প্রধান বিচারপতি।

- প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে বিচারপতি নিয়োগ করেন- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন- রাষ্ট্রপতি।
- বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের চাকরির সয়সসীমা- ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।
- সংবিধান প্রণয়নকালে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা ছিল- ৬২ বছর।
- ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা করা হয়- ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম নারী বিচারপতি- নাজমুন আরা সুলতানা (নিয়োগ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১)।
- আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা- ১১ জন।
- আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়- প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ১১ জন বিচারপতির সমন্বয়ে।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ই-রেজিস্ট্রারিং (ইলেকট্রনিক নিবন্ধন) পদ্ধতি উদ্বোধন করা হয়- ১ জানুয়ারি, ২০১১।

□ অধঃস্তন আদালত

অধঃস্তন আদালত সম্পর্কে সংবিধানের ১১৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছিল- ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদ।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি- বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (১৯৭২-১৯৭৫)।
- বাংলাদেশের বর্তমান (২২তম) প্রধান বিচারপতি- বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত- উচ্চতর ও অধঃস্তন আদালত নিয়ে।
- জেলা আদালতের প্রধান বিচারক- জেলা জজ।
- জেলা জজ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন তখন তাকে বলে- দায়রা জজ।
- জেলা আদালতগুলো যে ধরনের মামলা পরিচালনা করেন- দেওয়ানি ও ফৌজদারি।
- দেওয়ানি আদালতসমূহ যে আদালত হিসেবে পরিচালিত- অধঃস্তন আদালত।
- দেওয়ানি আদালত গঠিত- ১৮৮৭ আইন দ্বারা।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

স্বাধীন বিচার বিভাগ যাত্রা শুরু করে	১ নভেম্বর, ২০০৭
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য মামলা করা হয়	১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য	সাব জজ মোহাম্মদ মাজদার

মামলা করেন	হোসেন ও ৪৪০ জন বিচারক
বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণ মামলার নাম	মাজদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ
বিচার বিভাগ পৃথক হয়	২১৮ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে
বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণের ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব নেন	নিম্ন ফৌজদারী আদালতের
স্বাধীন বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় হচ্ছে	সুপ্রিম কোর্টের অধীনে
নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের কার্যাবলি পরিচালিত হয়	জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

□ রীট (Writ)

Writ শব্দটির অর্থ- আদেশ, বাংলাদেশ আইনে রীট এর বিধানটি এসেছে ব্রিটিশ আইন থেকে। বাংলাদেশে সংবিধানে ১০২ নং অনুচ্ছেদে রীট সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংক্ষুদ্র ব্যক্তি অধিকার বা সঠিক বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ভেবে হাইকোর্ট বিভাগে যে দরখাস্ত করেন তাকে রিট আবেদন বলে।

উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে,

- কোন ব্যক্তির সংবিধানে তৃতীয় ভাগে বর্ণিত কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে ঐ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করতে পারবে। এই মামলাগুলোকে রীট মামলা বলে।
- মৌলিক অধিকার ছাড়াও নিম্নের বিষয়ে রীট করা যাবে।
 - সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদিত নয় এমন কাজ করে।
 - সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন নির্দেশিত কাজ না করে।
 - আইন নির্দেশিত নয় এমন কাজ করে ফেললে উক্ত কাজ বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।
 - কাউকে আটক করলে আইন অনুযায়ী আটক করা হয়েছে কিনা জানতে পারবে।
 - কোন ব্যক্তি সরকারি পদে বহাল আছে এমন দাবি করলে তা যাচাই করার জন্য।

নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ ৫ ধরনের রীট প্রয়োগ করে-

- হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus);
- ম্যানডামাস (Mandamus);
- নিষেধাজ্ঞা (Prohibition);
- সার্শিওয়ারি (Certiorari) এবং
- কোয়াওয়ারেন্টো (Quowarranto)।

□ Review (পুনর্বিবেচনা)

বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৫ নং অনুচ্ছেদে আপিল বিভাগের Review ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদের যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি সাপেক্ষে আপিল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনায় ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকবে। আপিল বিভাগের এই ক্ষমতাকে Review Power বলে। আর এই জন্য একে Court of last বলে। যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর কোন আদালতে পুনরায় আপীল দায়ের করা যায় না কেবল আপিল বিভাগই তার রায় পুনর্বিবেচনা Review করার অধিকার করবে। আর এই জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগকে সর্বশীর্ষ আদালত বলা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

- যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- ১ গঠন করা হয়- ২৫ মার্চ ২০১০।
- যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- ২ গঠন করা হয়- ২২ মার্চ ২০১২।
- যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে তদন্তকারী সংস্থা গঠন করা হয়- ২৫ মার্চ ২০১০।
- সরকার যে আইনের অধীনে এ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে- আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ১৯ এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে।

□ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল

২০০২ সালের ১০ নভেম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে একটি করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আইনশৃঙ্খলার অবনতি রোধ এবং অপরাধের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য এ আদালত গঠিত হয়। ৬ ধরনের অপরাধের বিচার এখানে দ্রুত পরিচালিত হয়- হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য মাদক দ্রব্য, এবং মজুদদারী।

□ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

আইন প্রণয়ন

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদে।

- আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে- বিল বলে।
- বিল দুই প্রকার- সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল।
- সরকারি বিল উত্থাপন করে- মন্ত্রীগণ; বেসরকারি বিল উত্থাপিত করে- জাতীয় সংসদ সদস্যগণ।
- উত্থাপিত বিলের পাঠ শেষে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে তা প্রেরণ করা হয়- স্থায়ী কমিটির নিকট।

- বিলের তৃতীয় পাঠের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদে গৃহীত হলে প্রেরণ করা হয়- রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য।
- রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি না দিলে তিনি বিলটি পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য সংসদে প্রেরণ করবেন।
- সংসদ সংশোধিত বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নিকট পাঠালে তিনি ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন নতুবা ৭ দিন পর বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।
- অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন- রাষ্ট্রপতি।
- সংসদে কোনো বিলই পাস হয় না- রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত।
- আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়- ৯ এপ্রিল, ২০০২; জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন কার্যকর হয়- ২০০৬ সালে।
- ‘পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ’ আইন প্রণীত হয়- ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশের বর্তমান আইনে এসিড নিষ্ক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান- মৃত্যুদণ্ড।
- বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়- ২০০৯ সালে, এর লক্ষ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা- এটর্নি জেনারেল। এটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি, এটর্নি জেনারেলের মেয়াদ- রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী। বর্তমান এটর্নি জেনারেল- মাহবুবে আলম।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইন

আইন	পাস	সংশোধিত হয়
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ	১৯৬১ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৮৬
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১৯৭৪ সালে	—
বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন	১৯৭৪ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৭৫
শিশু আইন (The Dowry Prohibition Act)	১৯৮০ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৮৬

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ	১৯৮৪ সালে	—
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ	১৯৮৫ সালে	—
বাংলা ভাষা প্রচলন আইন	১৯৮৭ সালে	—
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন	২১ জানু, ১৯৯০ সালে	—
ব্যাক কোম্পানি আইন	১৯৯১ সালে	—
নারী ও শিশু নির্যাতন আইন	২০০০ সালে	—
দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল আইন	১ ডিসেম্বর, ২০০২	—
তথ্য অধিকার আইন	২৯ মার্চ, ২০০৯	—
দণ্ডবিধি	১৮৬০ সালে	—
পুলিশ আইন	১৮৬১	—

বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণ

- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা- জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ- এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী, বিকল্প চেয়ারম্যান- অর্থমন্ত্রী।
- জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা- ৫০টি; মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি- ৩৯টি এবং সংসদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- ১১টি।
- দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ।
- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)- বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ও পৌরসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮২ সালে।
- জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়- সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- দেশের জরুরি অবস্থা ও ক্রান্তিকালে নীতি নির্ধারণ করা হয়- ১৪১ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান- রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাদেশের সরকার প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন- মন্ত্রিগণ।

Teacher Student Work

০১. বিচার বিভাগের কাজ কি?

ক. আইন প্রণয়ন

খ. বাজেট পাস

গ. দণ্ড বিধান

ঘ. আইনসভা আহবান

০২. বিচার বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?

- ক. আইন প্রণয়ন খ. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ. সংবিধানের ব্যাখ্যা ঘ. সরকারকে পরামর্শ দেয়া

০৩. দোষী ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্র কি স্থাপন করেছে?

- ক. আইন বিভাগ খ. পুলিশ বাহিনী
গ. বিচারালয় ঘ. সেনাবাহিনী

০৪. কিসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খল বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়?

- ক. রাজনীতির খ. ন্যায়বিচারের
গ. গণতন্ত্রের ঘ. অন্যান্য বিচারের

০৫. অপরাধ বলতে কি বুঝায়?

- ক. আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন
খ. আইনের ব্যাখ্যা
গ. পূর্ব পরিকল্পিত ক্ষতিকর কর্ম সম্পাদন
ঘ. সবগুলো সঠিক

০৬. বাংলাদেশে স্বাধীন বিচারবিভাগ গঠিত হয় কখন?

- ক. ১ নভেম্বর, ২০০৭ খ. ২ নভেম্বর, ২০০৭
গ. ১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঘ. ২ ডিসেম্বর, ২০০৭

০৭. সংবিধানের ৯৪(২) ধারা মোতাবেক বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা কত?

- ক. ৫ জন খ. ৭ জন গ. ৯ জন ঘ. ১১ জন

০৮. তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান) জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় কবে?

- ক. ১ জানুয়ারি, ২০০৮ খ. ১ জুলাই, ২০০৮
গ. ১ জানুয়ারি, ২০০৯ ঘ. ১ জুলাই, ২০০৯

০৯. নিম্নে উল্লিখিত ফৌজদারি আদালতের যে তালিকা দেয়া হলো তার মধ্যে কোনটির অবস্থান প্রথম হওয়া উচিত বলে মনে কনের?

- ক. দায়রা জজ আদালত
খ. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
গ. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

১০. গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ কবে হতে কার্যকর হয়েছে?

- ক. ১২-১১-১৯৭৬ খ. ১৬-১২-১৯৭৬
গ. ০১-১১-১৯৭৬ ঘ. ১৬-০১-১৯৭৬

১১. Constitutional Law of Bangladesh-এর রচয়িতা হলেন-

- ক. মাহমুদুল ইসলাম খ. শাহাবুদ্দীন আহমেদ
গ. ব্যারিস্টার আ. হালিম ঘ. মো: জসিম আলী

১২. সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার রায় দেয়া হয় কোন সালে?

- ক. ১৯৯৬ খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮ ঘ. ১৯৯৯

১৩. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার বাদী-

- ক. মোস্তফা কামাল খ. আমিরুল ইসলাম
গ. মাজদার হোসেন ঘ. ড. কামাল হোসেন

১৪. বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণীত হয়-

- ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৯৮ সালে
গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৭৭৩ সালে

১৫. যে বহুল আলোচিত মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেটি হলো-

- ক. মাজদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ
খ. হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ
গ. আকবর হোসেন বনাম বাংলাদেশ
ঘ. আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ

১৬. কততম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রায়ন করা হয়?

- ক. ৪র্থ সাংবিধানিক সংশোধন
খ. ৮ম সাংবিধানিক সংশোধন
গ. ৬ষ্ঠ সাংবিধানিক সংশোধন
ঘ. ৭ম সাংবিধানিক সংশোধন

১৭. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট থেকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব নেন-
ক. হাইকোর্টের খ. লেবার কোর্টের
গ. নিম্ন দেওয়ানি আদালতের ঘ. নিম্ন ফৌজদারি আদালতের
১৮. বাংলাদেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতসমূহ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত?
ক. জনপ্রশাসন
খ. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
ঘ. কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়

১৯. নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের কার্যাবলি যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তা হলো-
ক. পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
ঘ. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ
২০. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়-
ক. ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ খ. ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩
গ. ৭ মার্চ, ১৯৭৩ ঘ. ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩

Practice Question

০১. বাংলাদেশের সংবিধানে যে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার নাম কি?
ক. দুর্নীতি দমন কমিশন খ. জাতীয় সংসদ
গ. নির্বাচন কমিশন ঘ. সুপ্রিম কোর্ট
০২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট?
ক. এক কক্ষ খ. দুই বা দ্বিকক্ষ
গ. তিন কক্ষ ঘ. বহুক্ষ বিশিষ্ট
০৩. বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন করে থাকে?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. জাতীয় সংসদ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসন বিভাগ
০৪. দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কে?
ক. আইন বিভাগ খ. জাতীয় সংসদ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসন বিভাগ
০৫. What is the name of the Parliament of Bangladesh in English?
ক. Parliament of Bangladesh
খ. National Parliament
গ. House of the Nation
ঘ. None of these
০৬. বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত?
ক. ৩০০ খ. ৩১০ গ. ৩৪৫ ঘ. ৩৫০
০৭. Number of reserved seats for women in the National Parliament of Bangladesh is-
ক. 25 খ. 30 গ. 45 ঘ. 50
০৮. In a parliament, there will always be—

- ক. The President (রাষ্ট্রপতি)
খ. The Leader of the opposition (বিরোধীদলীয় নেতা)
গ. The MPs (সংসদ সদস্যগণ)
ঘ. The Prime Minister (প্রধানমন্ত্রী)
০৯. সাংসদদের প্রধান কাজ কি?
ক. যুতসই আইন প্রণয়ন খ. আইনের ব্যাখ্যা দান
গ. আইনসমূহের প্রয়োগ ঘ. বিচারিক কার্য সম্পাদন
১০. একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া কত দিন সংসদের বাইরে থাকতে পারবেন না?
ক. ৩০ দিন খ. ৪৫ দিন
গ. ৬০ দিন ঘ. ৯০ দিন
১১. জাতীয় সংসদে নির্বাচিত কোন সদস্য একটানা কত দিন অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করার বিধান সংবিধানে রাখা হয়েছে?
ক. ৩০ দিন খ. ৬০ দিন
গ. ৯০ দিন ঘ. ১২০ দিন
১২. Who calls upon the Assembly of National Parliament of Bangladesh?
ক. President
খ. Speaker
গ. Prime Minister
ঘ. The Member of the parliament
১৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে?
ক. ৫৭ জন খ. ৬০ জন
গ. ৬২ জন ঘ. ৬৫ জন
১৪. জাতীয় সংসদে কত ভোটে সাধারণ আইন পাস হয়?

- ক. ৫০% + ১ খ. ৫৫% + ১
গ. ৬০% + ১ ঘ. ৭০% + ১
১৫. সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের বৈঠকের মধ্যে কত দিনের বেশি বিরতি থাকবে না?
ক. ৩০ দিন খ. ৪০ দিন
গ. ৫০ দিন ঘ. ৬০ দিন
১৬. বেসরকারি বিল কাকে বলে?
ক. স্পিকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন।
খ. সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
গ. বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
ঘ. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল
১৭. সাধারণ নির্বাচনের কতদিনের মধ্যে সংসদ আহ্বান করতে হয়?
ক. ১৫ দিন খ. ৩০ দিন
গ. ৬০ দিন ঘ. ৯০ দিন
১৮. Who is the president of National Assembly of Bangladesh?
ক. Most Senior MP খ. Prime Minister
গ. Speaker ঘ. Chief Whip
১৯. সংসদে 'Casting vote' কি?
ক. সংসদের নেত্রীর ভোট খ. হুইপের ভোট
গ. স্পিকারের ভোট ঘ. রাষ্ট্রপতির ভোট
২০. বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য কতটি স্ট্যান্ডিং কমিটি (Standing Committee) গঠন করার বিধান রয়েছে?
ক. ২০টি খ. ৩০টি
গ. ৩৯টি ঘ. ৫০টি
২১. সংসদের 'বিশেষ অধিকার কমিটি' কোন ধরনের কমিটি?
ক. সাংবিধানিক অস্থায়ী কমিটি
খ. স্পিকারের ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে গঠিত কমিটি
গ. সাংবিধানিক স্থায়ী কমিটি
ঘ. বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলা কমিটি
২২. ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব কোথায়?
ক. ফিনল্যান্ডে খ. নেদারল্যান্ডে
গ. আইসল্যান্ডে ঘ. সুইডেনে
২৩. সংবিধানের কত নং সনুচ্ছেদে 'ন্যায়পাল' বিধান আছে?
ক. ৪১ নং সনুচ্ছেদে খ. ৫১ নং সনুচ্ছেদে
গ. ৬৬ নং সনুচ্ছেদে ঘ. ৭৭ নং সনুচ্ছেদে
২৪. আমাদের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি কোন পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে?

- ক. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে খ. প্রথম পরিচ্ছেদে
গ. তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঘ. কোনো পরিচ্ছেদই সঠিক নয়
২৫. সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করবেন?
ক. ৭ দিন খ. ১০ দিন
গ. ১৫ দিন ঘ. ৩০ দিন
২৬. কার সম্মতি ছাড়া কোন বিল পাস করা যাবেনা?
ক. প্রধানমন্ত্রীর খ. স্পিকারের
গ. সচিবের ঘ. রাষ্ট্রপতির
২৭. 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলী আমাদের সংবিধানের কোন আর্টিক্যালে উল্লেখ আছে?
ক. ৮০ (১) খ. ৮১ (১)
গ. ৮২ ঘ. ৮৪ (১)
২৮. 'Ordinance' -এর বাংলা কোনটি?
ক. যুদ্ধান্ত্র খ. প্রচলিত ধারা
গ. অধ্যাদেশ ঘ. সাদাসিধা
২৯. Who has the authority to issue an ordinance in Bangladesh?
ক. Prime Minister খ. President
গ. Chief Adviser ঘ. Council of Advisor
৩০. সংবিধানের কত ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল অধ্যাদেশ ২০০২ করা হয়েছে?
ক. ৫৫ (৬) খ. ৯৩ (১)
গ. ৯৩ (২ক) ঘ. ৫৬ (৩)
৩১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিল বলতে বুঝায়?
ক. কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল
খ. সরকার দলীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল
গ. ক ও খ উভয়টি সঠিক
ঘ. সংসদসদস্যগণ কর্তৃক কেবলমাত্র বৃহস্পতিবারের উত্থাপিত বিল
৩২. দায়রা আদালত কোন অপরাধের বিচার করতে পারেন না?
ক. হত্যা খ. ডাকাতি
গ. অবৈধ অস্ত্র দখলে রাখা ঘ. রাষ্ট্রদ্রোহিতা
৩৩. কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কোন ধারায় যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে?
ক. ৫৪ ধারা খ. ১৪৪ ধারা
গ. ৪২০ ধারা ঘ. ১৬৪ ধারা
৩৪. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কোন ধারায় 'বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা' সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক. ৫০ ধারা খ. ৫৩ ধারা

গ. ৫৫ ধারা ঘ. ৫৭ ধারা

৩৫. দণ্ডবিধির কোন ধারায় খেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না উল্লেখ আছে?

ক. ৬০ ধারায় খ. ৬১ ধারায়

গ. ১৬৭ ধারায় ঘ. ৬২ ধারায়

৩৬. মানুষের চলাচল, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ওপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য জারী করা হয়-

ক. ১৪৪ ধারা খ. ৫৪ ধারা

গ. ৪২০ ধারা ঘ. ১৬৪ ধারা

৩৭. কোন ব্যক্তির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়-

ক. ১৫৪ ধারায় খ. ১৬৪ ধারায়

গ. ১৫৮ ধারায় ঘ. ১০১ ধারায়

৩৮. Penal code অনুযায়ী কোন ধারার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না?

ক. ৩০২ খ. ৩০৩

গ. ৩০৪ ঘ. ৩৯৬

৩৯. কোনটি স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ নয়?

ক. জেলা খ. উপজেলা

গ. ইউনিয়ন ঘ. বিভাগ

৪০. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত?

ক. ১৩৬ খ. ১৩৭

গ. ১৩৮ ঘ. ১৪০ (২)

৪১. প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল কত?

ক. ৪ বছর খ. ৫ বছর

গ. ৩ বছর ঘ. ৭ বছর

৪২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) ক্যাডার কতটি?

ক. ২৭টি খ. ২২টি

গ. ২১টি ঘ. ২৬টি

৪৩. কোন পদটি সাংবিধানিক পদ নয়?

ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার

খ. চেয়ারম্যান, সরকারি কর্ম কমিশন

গ. চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন

ঘ. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

৪৪. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?

ক. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশন

খ. সি.এ.জি. (মহা হিসাবনিরীক্ষক জেনারেল)

গ. চীফ ইলেকশন কমিশনার

ঘ. চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

৪৫. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি-

ক. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা খ. কর্পোরেট সংস্থা

গ. সাংবিধানিক সংস্থা ঘ. আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

৪৬. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কি?

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ. তাজউদ্দিন আহমেদ

গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

৪৭. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন?

ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ

খ. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

গ. অডিটর জেনারেল নিয়োগ

ঘ. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ

৪৮. কার উপর আদালতের এখতিয়ার নেই?

ক. প্রধান বিচারপতি খ. সেনাপ্রধান

গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. রাষ্ট্রপতি

৪৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম কী?

ক. বঙ্গভবন খ. রাষ্ট্রপতি ভবন

গ. গণভবন ঘ. উত্তরা ভবন

৫০.সংসদে গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার কত দিনে মধ্যে তাতে সম্মতি দান করবেন?

ক. ৭ দিন খ. ১০ দিন

গ. ১৫ দিন ঘ. ৩০ দিন

৫১.বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মনোনিত করেন-

ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি

গ. মন্ত্রিপরিষদ ঘ. জাতীয় সংসদ

৫২.বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন?

ক. প্রধানমন্ত্রী খ. স্পীকার

গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. প্রধান বিচারপতি

৫৩.বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান-

ক. রাষ্ট্রপতি খ. স্পীকার

গ. প্রধান বিচারপতি ঘ. প্রধান নির্বাচন কমিশনার

৫৪.জনাব আবদুল হামিদ এডভোকেট বাংলাদেশের-

ক. ১৯তম রাষ্ট্রপতি খ. ২০তম রাষ্ট্রপতি

গ. ২১তম রাষ্ট্রপতি ঘ. ২২তম রাষ্ট্রপতি

৫৫.বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর 'সুপ্রিম কমান্ডার' কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী

গ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ. সেনাবাহিনী প্রধান

৫৬. বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী

গ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ. সেনাবাহিনী প্রধান

৫৭. বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী

গ. স্পীকার ঘ. কোনটিই নয়

৫৮. কে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন?

ক. জনগণ খ. জাতীয় সংসদ

গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. মন্ত্রিসভা

৫৯.বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন-

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ. তাজউদ্দিন আহমেদ

গ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ. শাহ আব্দুল হামিদ

৬০.বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী

গ. স্পীকার ঘ. প্রধান বিচারপতি

৬১. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য কার কাছে দায়ী?

ক. রাষ্ট্রপতির কাছে খ. জনগণের কাছে

গ. জাতিসংঘের কাছে ঘ. জাতীয় সংসদের কাছে

৬২. Which Ministry has the responsibility of price controls in Bangladesh?

ক. Commerce খ. Planning

গ. Finance ঘ. LGRD

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ
০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	ক	১০	ঘ
১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ
২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	খ
৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	গ
৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	গ
৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ক
৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	ঘ	৬২	ক						